COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust

মাসিক অধিকার বার্তা

মানুষের জন্য manusher jonno promoting human rights and good governance

৫৫ তম সংখ্যা, জৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২২, জুন -২০১৬ইং পঞ্চম বর্ষ,

বন্ধ হয়েছে বাড়তি টাকা নেয়া,বেড়েছে সামাজিকসুরক্ষা সুবিধা

বয়স্ক ও বিধবা ভাতা সহ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচির প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের আর বাড়তি টাকা দিতে হচ্ছেনা,কোন প্রকার টাকা প্রদান ছাড়াই তারা তাদের প্রাপ্য টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করতে পারছে ।সোশ্যাল অডিট কমিটির সদস্যদের কাছে বয়স্ক ও বিধবা ভাতা প্রাপ্ত সুবিধাভোগীরা এ তথ্য জানায়।মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় কোস্ট ট্রাস্ট দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সেবার মান উন্নয়নে স্থানীয় নাগরিকদের যুক্ত করে সেবার মান যাচাই এর মধ্য দিয়ে সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সোশ্যাল অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অডিট কমিটি উপকারভোগীদের মতামতের ভিত্তিতে সেবার বর্তমান চিত্র চিত্রায়িত করেন। মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন,উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের সংলাপে উপস্থাপন করেন।

গত ২৭/১২/২০১৫ ইং তারিখ সামাজিক নিরাপত্তা সেবার মান উন্নয়নে জেলা পর্যায়ের সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।সংলাপে উপস্থিত উপকারভোগীরা অভিযোগ করেন তারা ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের সময় অফিসিয়াল খরচের কথা বলে দুই থেকে তিনশ টাকা করে ব্যাংক কেটে রাখে। সমাজ সেবা অধিদপ্তরের মাঠ কর্মীরা অনেকেই এই অনিয়মের সাথে জড়িত বলে তারা অভিযোগ করেন। এছারাও তারা মাঠ কর্মী কতৃক আরো বিভিন্ন হয়রানি অভিযোগও তুলে ধরেন।তাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংলাপে উপস্থিত উপ পরিচালক,সমাজ সেবা অধিদপ্তর,ভোলা, বলেন এখন থেকে আপনাদের আর এ ধরনের হয়রানির স্বীকার হতে হবেনা। এ ধরনের অন্যায় ও অনিয়ম কঠোর হাতে প্রতিরোধ করা হবে এবং এধরনের যে কোন অনিয়ম দেখলে সাথে সাথে তাকে ফোনে জানানোর জন্যও তিনি অনুরোধ করেন।গত মার্চ মাসে ভোলা সদর উপজেলার আলী নগর ইউনিয়নের বয়স্ক ও বিধবা ভাতার সুবিধাভোগীরা ৩ মাসের টাকা উত্তোলন করেন।স্যোশাল অডিট কমিটির সদস্যরা তাদের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে উপকারভোগীদের সাথে সাক্ষাৎ কালে তারা জানায় এবার তাদের টাকা উত্তোলনের সময় এক টাকাও বাড়তি দিতে হয়নি,কোন প্রকার হয়রানির ও শিকার হতে হয়নি।

বয়স্ক ভাতার কার্ড হাতে মো: কয়ছর আহমেদ

মো: কয়ছর আহমেদ,পিতা মৃত মোবারক হাওলাদার তিনি আলীনগর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের হাওলাদার বাড়ির বাসিন্দা।তিনি ২০১৩ সাল থেকে বয়স্ক ভাতার সুবিধা পাচ্ছেন।প্রতি ৩ মাস পর পর বয়স্ক ভাতা তুলতে উপজেলা সদরের ব্যাংকে যান। গত ডিসেম্বর মাসে ১২০০ টাকা পাওয়ার কথা ছিলো কিন্ত হাতে পেয়েছেন ১০০০ টাকা ।ভাতার টাকা দেওয়ার সময় প্রতি বারই ২০০-৩০০ টাকা করে কেটে রাখে ব্যাংক, জিজ্ঞেস করলে অফিসিয়াল খরচ এর কথা বলে।গত মার্চ মাসে যথারীতি ব্যাংকে টাকা তুলতে গেলে ব্যাংক কোন টাকাই কেটে রাখেনি। ৯ নং ওয়ার্ডের মোল্লা বাড়ির বাসিন্দা জালাল আহমেদ বলেন তিনিও বয়স্কভাতা তুলতে গিয়ে আবাক হয়েছেন প্রতিবারই টাকা কেটে রাখে অথচ এবার একটি টাকাও কেটে রাখেনি।শুধু বয়স্ক ভাতার ক্ষেত্রেই নয় বিধবা ভাতার সুবিধাভোগী কুলছুম বেগম স্বামী মৃত নজির আহওমদ তিনি আলীনগর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের নজির আহমেদ বাড়ির বাসিন্দা তিনি অডিট কমিটিকে জানায় কারো কাছ থেকেই এবার আর কোন টাকা পয়সা কেটে রাখেনি অথচ এর আগে প্রত্যেক বার জনপ্রতি ২০০-৩০০ টাকা করে কেটে রাখতো,জিজ্ঞেস করলে ধমক দিতো।সোশ্যাল অডিট কমিটির সদস্য মো; ফিরোজ আলম বলেন আগেরবার যখন আমরা অডিট করেছি তখন দেখেছি সবার কাছ থেকেই ব্যাংক এইভাবে টাকা কেটে রাখছে।এই অনিয়মের সাথে সমাজ সেবা দপ্তরের মাঠকর্মীও জড়িত।জেলা সংলাপে উপস্থিত কর্মকর্তাদের কাছে উপকারভোগীরা সরাসরি তাদের সমস্যা খুলে বলার পর সিদ্ধান্ত হয় এখন থেকে এই ধরনের অনিয়ম প্রতিরোধ করা হবে।গত ডিসেম্বরের পর মার্চ মাসে উপকারভোগীরা তাদের টাকা উত্তোলন করেছে, আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ড যাচাই করে দেখেছি একটিসুবিধাভোগীকেও আর বাড়তি কোন টাকা দিতে হয়নি।সংলাপের ফলেই এত বড় একটি অনিয়ম বন্ধ হয়েছে যার সুফল এখন সবাই ভোগ করছে।

বিধবা ভাতার কার্ড হাতে কুলছুম বেগম

ওয়ার্ড সভায় দাবির প্রেক্ষিতে স্কুলের ভবন নির্মান

পশ্চিম অন্নদাপ্রসাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনটি ভেঙে পড়ে গেলে স্থানীয় মানুষ ও শিক্ষকরা মিলে স্থানীয় একটি দুর্গা মন্দিরের মধ্যে অস্থায়ীভাবে শিশুদের পাঠদানের ব্যবস্থা করে। সমস্যাটি নিয়ে নানা পর্যায়ে আলোচনার পর স্থানীয় নাগরিকরা ওয়ার্ড সভায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে দাবি উত্থাপন করে। ভবন নির্মানের পর্যাপ্ত বাজেট না থাকলেও ইউনিয়ন পরিষদ একটি টিনের ঘর নির্মাণ করে দেয় যার ফলে আবার শুরু হয় স্কুলটির কার্যক্রম।

স্থানীয় দুর্গা মন্দিরে কোন রকম শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত

লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের শেষ সীমানায় বেতুয়া খালের পাশ ঘেষে পশ্চিম অন্নদাপ্রসাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনটি ঝুকি পুর্ন হওয়ায় তা শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে ভেঙ্গে ফেলা হয় গত বছরের এপ্রিল মাসে।বিকল্প কোন ব্যাবস্থা না থাকায় শিক্ষকরা স্থানীয়দের সাথে আলোচনা করে স্থানীয় একটি মন্দিরে অস্থায়ীভাবে পাঠদান কার্যক্রম পরিচলান করতে থাকে।

১ম: স্কুলের ভবন নির্মান এর কাজ ছলছে ২য়: ভবন নির্মান শেষে স্কুলের স্বাভাবিক কার্যক্রম

স্থানীয়রা বিচ্ছিন্নভাবে ইউনিয়ন পরিষদ সহ বিভিন্ন জায়গায় একটি ভবন নির্মানের কথা বললেও সমস্যাটির সমাধান হয়নি।শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হতে থাকে মারাত্মকভাবে।

স্কুলের ভিতর শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মাখন লাল বলেন বিদ্যালয়ের পাঠদানের কাজ আসলে মন্দিরে হয়না,কত পালা পর্বন থাকে তাছারা অনেকটা খোলা আকাশের নিচেই আমাদের ক্লাস নিতে হচ্ছে রোদ বৃষ্টিতে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে । জিএম বাজারে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ড সভায় নাগরিক কমিটির সদস্য বাবু সচিনান্দ স্কুলের সমস্যাটি উপস্থাপন করেন এবং ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে হলেও একটি ভবন

নির্মানের দাবি উপস্থাপন করেন।উপস্থিত জনগনের দাবীর মুখে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কাশেম মিয়া উপযুক্ত ব্যাবস্থা নেয়ার আশ্বাষ দেন।ইউনিয়ন পরিষদ তার বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা অন্তর্ভুক্ত করে এবং বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ রাখে। এলজিএসপি প্রকল্প থেকে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যায়ে গত মার্চ মাসে পশ্চিম অন্নদাপ্রসাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য টিন সেড একটি ভবন নির্মান করে। নব নির্মিত স্কুলটি পরিদর্শন কালে দেখা যায় স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠদান করছেন। তাদের অনুভুতি জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক বলেন একটি ভবনের অভাবে পাঠদান কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো কখন সরকারি বরাদ্দ আসবে কখন ভবন হবে তা কেউই জানেনা।স্কুলটি এখন আবার চালু হয়েছে,ওয়ার্ড সভায় নাগরিক কমিটির সদস্যরা জোড়ালো দাবি তুলেছিলো বলেই।নাগরিক কমিটির সদস্য বাবু সচিনান্দ বলেন আমরা নাগরিক কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা না করে ওয়ার্ড সভায় জনগনকে সাথে নিয়ে ইউনিযন পরিষদের কাছে জোড়ালো দাবি জানাবো। এভাবে দাবি করার কারনেই ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্ব দিয়েছে এবং বরাদ্দ দিয়েছে।

বেড়েছে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট 'দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ' প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুবিধা বঞ্চিত নাগরিকের অধিকার ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদকে দায়িত্বশীল করে তোলা।জনঅংশগ্রহন ও জবাবদিহিতার চর্চার মাধ্যমে একটি পরিবর্তনের সূচনা করা যা শেষ পর্যন্ত ইউনিয়নের দরিদ্র ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন করবে।

ইউপির কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা নিরুপন কমিটির মিটিং

প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতাধীন ১২টি ইউনিয়ন পরিষদ তাদের গত এক বছরের(২০১৫-২০১৬) নানাবিধ কর্মকান্ডের ফলে উল্ল্যেখযোগ্য পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন করেছে ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা । গত মে- জুন মাসে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের অংশগ্রহনে প্রস্তুতকৃত মুল্যায়ন কমিটি ২৫ টি সুচকের মোট ৯৬ নাম্বার এর উপর তাদের পর্যবেক্ষন ও মতামতের ভিত্তিতে দক্ষতা মূল্যায়ন শীট এর মাধ্যমে ১২টি ইউনিয়ন পরিষদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা যাচাই প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করেছে।জনঅংশগ্রহন মুলক উন্নয়ন পরিকল্পনা সভায় জনগনের মতামতের উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন,বাৎসরিক কর আদায় বৃদ্ধির মাধ্যমে ইউপির নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি করা ও হত দরিদ্রদের জন্য উন্নয়নমুলক প্রকল্প গ্রহন করা,ইউনিয়ন সমন্বয় সভার মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সেবার মান বৃদ্ধি পাওয়া, স্থায়ী কমিটিগুলোর দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নিয়মিত মনিটরিং করার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যাসমুহ চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানে ইউনিয়ন পরিষদকে সুপারিশ করা,ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডের ব্যাবহার এর মাধ্যমে জনগনকে তথ্য উম্মুক্ত করা,পঞ্চ বার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা হতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করা,বিভিন্ন সভা সমুহে নারীদের অংশগ্রহন ও মতামত নিশ্চিত করা,য়থা নিয়মে পি আইসি গঠন ও মনিটরিং সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুল্যায়ান শেষের ফলাফলে দেখা যায় গত এক বছরে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদগুলোর কর্মক্ষমতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে উল্ল্যেখযোগ্য হারে। তারমধ্যে লালমোহন উপজেলার লর্ড হর্ডিঞ্জ ইউনিয়ন ৫৮ থেকে উন্নীত হয়েছে ৬৬ একই উপজেলার ফরাজগঞ্জ ইউনিয়ন ৪৭থেকে ৬১ দৌলতখান উপজেলার দক্ষিন জয়নগর ইউনিয়ন ৫৫ থেকে ৬২ ভোলা সদর উপজেলার আলীনগর ইউনিয়ন পরিষদ ৫৪ থেকে উন্নীত হয়েছে ৬০, তজুমুদ্দিন উপজেলার চাচরা ইউনিয়ন পরিষদ ৫৩ থেকে ৫৮ এবং বোরহানউদ্দিন উপজেলার হাসান নগর ইউনিয়ন ১১ নাম্বার থেকে ৪০ নাম্বারে উন্নীত হয়েছে।ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধির কারন হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সাধারন জনগনের অংশগ্রহনকে উল্ল্যেখযোগ্য কারন হিসেবে দেখছেন দক্ষতা মুল্যায়ন কমিটির সদস্যরা।

জনসংগঠনের সহায়তায় দরিদ্রদের রিং ও স্ল্যাব আদায়

তজুমদ্দিন উপজেলার চাচড়া ইউনিয়ন নদী ভাঙ্গন কবলিত একটি ইউনিয়ন। নদীর তীরবর্তী হওয়ায় হত দরিদ্র জনগনের সংখ্যাও বেশী। দারিদ্রতা,অশিক্ষা,অসচেতনতায় আচ্ছন্ন ইউনিয়নের অধিকাংশ জনগনই খোলা ল্যাট্রিন ব্যবহার করে।যার ফলে চারপাশের দুর্গন্ধময় পরিবেশ এবং সেই সাথে রোগ ব্যাধির প্রকটতা দিন দিন বেড়েই চলে।

ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি বছর এলজিএসপি বরাদ্দ থেকে বিনামুল্যে রিং ও স্ল্যাব তৈরি ও বিতরন করে।যার অধিকাংশই বিতরন করা হয় অবস্থান সম্পন্ন পরিবারের মাঝে,যাদের সামর্থ আছে অথবা বাড়িতে ভালো টয়লেট আছে এমন পরিবাগুলোকে।অথচ নদীর পাড়ের অসহায় মানুষগুলো অর্থের অভাবে একটি স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাটিন বানাতে পারে না।তারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় দাবি করলেও ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তা তাদের হাতে পৌছায় না।

জনসংগঠনের সভাপতির পাশে মোছলেহউদ্দিন

ইউনিয়ন জনসংগঠনের সদস্যরা তাদের নিয়মিত মাসিক সভায় এই ধরনের অ-ব্যাবস্থাপনার বিষয়গুলো উপস্থাপন করে এবং পদক্ষেপ গ্রহনে বিস্তারিত আলোচনা করেন।ইউনিয়ন জনসংগঠনের সভাপতি ইউনিয়নের নব নির্বাচিত চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করে সমস্যার চিত্র তুলে ধরেন ও প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করেন।

জনসংগঠনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান ,খোলা ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এমন হত দরিদ্র পরিবারগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে দিতে বলেন। জনসংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের সাথে নিয়ে সভাপতি হত-দরিদ্রদের তালিকা হতে অতি গুরুত্বপূর্ন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করে চেয়ারম্যান এর কাছে হস্তান্তর করেন। সেই তালিকা হতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ২৫ টি পরিবারের মাঝে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বিনামুল্যে রিং ও স্লাপ বিতরন করেন এবং তিনি বলেন,পরবর্তিতে এই তালিকা হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরো পরিবারকে বিনামুল্যে রিং স্লাপ বিতরন করা হবে।

উক্ত সুবিধাভোগীদের একজন মো: মোছলেহ উদ্দিন পিতা মো: হোসেন, চাচরা ইউনিয়নের৪ নং ওয়ার্ডের বাকলাই বাড়ির বাসিন্দা।তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন টাকার অভাবে একটা ভালো ল্যাট্রিন দিতে পারি নাই,মানুষে খারাপ বলেছে কয়েকবার মেম্বার এর কাছে গিয়েছি অনুরোধ করেছি একটা রিং ও স্লাপ দিতে কিন্তু দেয়নি,দিয়েছে এমন মানুষকে যার ল্যাট্রিন আছে এবং অবস্থা ভালো।জনসংগঠন আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছে এই সময়ে এই সমাজে কেউ কারো জন্য তা করে না।

কাজের নাম	লক্ষ্য	অর্জন
ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি সভা	১০৮	৯৯
ইউনিয়ন জনসংগঠন সভা	১২	১১
ইউপির দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা	০৫	০৪
ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভা	৩২	২৮
কর মাইকিং	০৩	০৩
অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প নিরুপন সভা	২	২
ওপেন বাজেট	০৫	০৫
উপজেলা সংলাপ	০৪	০৪
উপজেলা জনসংগঠনের ত্রৈ-মাসিক সভা	০৫	০৫
জেলা জনসংগঠনের ত্রৈ-মাসিক সভা	০১	০১

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের সকল কর্মী সহযোগিতা করেছেন। "বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য"

মোঃ আবুল হাসান
প্রকল্প সমন্বয়কারী
কোস্ট ট্রাস্ট- দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প
প্রকল্প কার্যালয়-
১৬৭, উপজেলা রোড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।
ফোন-০৪৯২২৫৬১৯০, ০১৭১৩৩২৮৮৩৬
hasan@coastbd.net www.coastbd.net